বর্ণিত কিছু অংশ যে আবশ্যিক এবং কিছু অংশ যে

6. How did the author of the সাহিত্যদর্পণ classify prose-writings in sanskrit? Summarise his finding on this issue.

Ans. সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম ঘটেছিল পদ্যের বিকাশ এবং তারপর ঘটে গদ্যের আবির্ভাব। পৃথিবীর সবদেশের প্রাচীন সাহিত্যে একই নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। গদ্য বলতে সাহিত্যদর্পণকার পাদবন্ধনহীন পদসমূহকে বুঝেছেন—"বৃত্তবন্ধোজ্ঝিতং গদ্যং"। যে রচনায় বা বাক্যে লঘু গুরু অক্ষরের দোলন থাকে না, তাই হল গদ্য। এই গদ্যকে ধর্মগত দিক থেকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন বিশ্বনাথ—মুক্তক, বৃত্তগন্ধি, উৎকলিকাপ্রায় ও চূর্ণক। সমাসের বন্ধন থেকে মুক্ত গদ্যের নাম মুক্তক। এর উদাহরণ—"গুরুর্বচসি পৃথুরুরসি" ইত্যাদি। এখানকার শব্দগুলিতে কোন সমাস না থাকায় মুক্তকের লক্ষণ সমন্বয় হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার গদ্যের নাম বৃত্তগন্ধি। এই গদ্যের সম্পূর্ণ অংশে ছন্দ না থাকলেও কিছু অংশে ছন্দের গন্ধ পাওয়া যায়। তাই বিশ্বনাথ বলেছেন—"বৃত্তভাগযুতং পরম্"। বিশ্বনাথ স্বরচিত গদ্যাংশ উদ্ধৃত করে এর উদাহরণ দিয়েছেন। যথা—"সমরকণ্ডূয়ন" ইত্যাদি। এখানে "কুণ্ডলীকৃতকোদণ্ড" ইত্যাদি অংশে অনুষ্টুপ্‌ছন্দের ৮ অক্ষরের একটি পাদ পাওয়া যায়। 'সমরকণ্ডূয়ন' ইত্যাদি অংশের প্রথম দুটি অক্ষর বাদ দিলেও অনুষ্টুপ্ ছন্দের পাদ পাওয়া যায়।

বহুপদের মধ্যে সমাসযুক্ত গদ্যকে বলে উৎকলিকাপ্রায়। উচ্চারণের সময় উচ্চনীচ শব্দের একটা তরঙ্গের মত শোনায় এই গদ্যকে, যথা—"অর্ণিস-বিসু-মর-ণিমিদ-সরবিসর" ইত্যাদি।

অল্প সমাসযুক্ত অর্থাৎ দুটি বা তিনটি পদের সমাসযুক্ত গদ্যকে বলে চূর্ণক। চূর্ণ শব্দের অর্থ ভাঙা। বিরাট গদ্যের মধ্যে একটা সামান্য অংশে সমাসবদ্ধ পদ থাকে বলেই এর এরূপ নামকরণ। "গুণরত্নসাগর! জগদেকনাগর!" ইত্যাদি স্বরচিত গদ্যের দ্বারা এই শ্রেণীর উদাহরণ উপন্যস্ত করেছেন গ্রন্থকার।

ধর্মগত দিক থেকে গদ্যকে ৪ ভাগে বিভক্ত করে কাব্যগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আবার তাকে কথা ও আখ্যায়িকা এই দুটি প্রকারে বিভক্ত করেছেন

বিশ্বনাথ। তাঁর মতে কথা শ্রেণীর কাব্যে সরস গদ্যে কোন অংশে আর্য্যাছন্দ অথবা কোন অংশে বক্ত্রও অপবক্ত্র নামক ছন্দ থাকে। কাব্যের প্রথমেই পদ্যে দেবতাদের নমস্কার করা হয় এবং দুষ্ট প্রভৃতির স্বভাবের বর্ণনা থাকে। এর উদাহরণ—কাদম্বরী। আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যকাব্য কথারই মত। এখানে কবির বংশ বর্ণনা থাকে এবং অন্য কবিদের বৃত্তান্তও বর্ণিত হয়। গদ্যের মাঝে মাঝে পদ্য ও থাকে। এখানে পরিচ্ছেদকে বলে আশ্বাস। আশ্বাসের প্রথমেই আর্য্যা প্রভৃতি ছন্দে ভাবী বর্ণনীয় বিষয়ের সূচনা হয়। এর উদাহরণ বাণভট্টের হর্ষচরিত। কারো মতে নায়কই হবেন আখ্যায়িকার বক্তা।

ভামহ প্রভৃতি আলঙ্কারিকও কথা এবং আখ্যায়িকার পার্থক্য করেছেন। এনাদের মতে আখ্যায়িকার বক্তা হবেন নায়ক কিন্তু কথার বক্তা অন্য কেউ। আখ্যায়িকার অধ্যায়কে বলে আশ্বাস বা উচ্ছ্বাস কিন্তু কথায় তা বলা হয় না। আখ্যায়িকা অবশ্যই সংস্কৃতে রচিত হবে, কিন্তু কথা অপ্রভ্রংশ ইত্যাদিতেও রচিত হতে পারে। কথা কল্পিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়, কিন্তু আখ্যায়িকা সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয়।

দণ্ডী কিন্তু কথা ও আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যের এরূপ ভেদরেখা স্বীকার করেন নি। এদের একই জাতীয় রচনা বলে তিনি মনে করেছেন—"তৎকথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞাদ্বয়ান্বিতা"।

7. Name the different types of dramatic सन्धि/s adding